কর্মবাদ

S. Chowdhury

S.Q

① কর্মবাদ কী? / কর্ম কি?

উত্তর: ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ হল এক প্রকার নৈতিক কার্যকারণবাদ। বাহ্য জগতের কার্য কারণবাদকে নৈতিক জগতে প্রয়োগ করে ভারতীয় দর্শনে তাকে 'কর্মনীতি' বা 'কর্ম নিয়ম' বলা হয়েছে। কর্মনীতির মূল কথা হল, জীবনে সুখ-দুঃখভোগ কর্মের জন্যই ভোগ, কর্মেরই ফল। পূর্বজন্মকৃত কর্ম কারণ, সুখ দুঃখ ভোগ হল কার্য।

(২) অনারব্ধ সঞ্চিত কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: পূর্ব জন্মে কৃত যেসব কর্মের ফলভোগ এখনও শুরু হয়নি, হয় পরে হবে, তাকেই বলা হয় অনারব্ধ সঞ্চিত কর্ম।

(3) অনারব্ধ সঞ্চীয়মান (ক্রিয়মাণ) কর্ম কী?

উত্তর: বর্তমান জন্মের যেসব কর্মের ফলভোগ এখনও শুরু হয়নি, হয় পরে হবে তাকেই বলা হয় অনারব্ধ সঞ্চীয়মান কর্ম।

(4) প্রারব্ধ (আরব্ধ) কর্ম কাকে বলে?

উত্তর: পূর্বজন্মের বা বর্তমান যে কৃতকর্মের ফলভোগ শুরু হয়ে গেছে তাকেই বলা হয় প্রারব্ধ কর্ম। জীবের বিশেষ প্রকারের দেহধারণ, সুখ-দুঃখভোগ ইত্যাদির হেতু হল এই প্রারব্ধ কর্ম।

২) গীতা অনুসরণে নিষ্কাম কর্মের ধারণা ব্যাখ্যা কর, ~~গীতা অনুসরণে~~ অথবা

~~ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ ব্যাখ্যা কর।~~

~~অথবা~~

ভারতীয় গীতা অনুসরণে নিষ্কাম কর্ম ব্যাখ্যা কর। [MARK 10] 10/6

অথবা গীতা অনুসরণে কর্মযোগ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি। একজনের নিকট যা মুখ্য ও লক্ষ্য, অন্যজনের নিকট তা গৌণ হতে পারে। তবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে মানুষকে কর্ম করতেই হয়। একজন ধর্মের জন্য কর্ম করে, অপরজন অর্থের জন্য, আবার কেউ কামের জন্য এবং বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি মোক্ষের জন্যও কর্ম করেন।

[মোক্ষ কথাটির অর্থ হল পুনর্জন্ম মুক্তি। মোক্ষ লাভ করলে আর জন্ম হয় না। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি হল মোক্ষলাভের উপায়। এখানে কর্ম বলতে নিষ্কাম কর্মকেই বোঝানো হয়েছে।]

নিষ্কাম কর্মের সামাজিক পটভূমিকা:

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন নৈষ্কর্ম্য শুধু অনভিপ্রেত নয়, অসম্ভবও। সমস্ত রকম কাজ ফেলে মুক্তি লাভ করা যায় না। আমরা সামাজিক ও নৈতিক কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি না। অন্যান্য কর্ম না করলেও এই দুটি কর্ম মানুষকে করতেই হয়। কর্মের লক্ষ্য হল মোক্ষলাভ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বীর অর্জুনকে যুদ্ধরূপ কর্মে উদ্দীপিত করার জন্য নিষ্কাম কর্মের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন।

তবে পরবর্তী কোন কোন দার্শনিক এটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এদের মত হল, বৈদিক সভ্যতা বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর সমাজে বসবাসকারী যুবকবৃন্দ চতুরাশ্রম ধর্ম না পালন করে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে একেবারে সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে। এরফলে সমাজ ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং এটি বন্ধ করার জন্য সমাজের জীবনপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা নিষ্কাম কর্ম ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম:

গীতাতে কর্মকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। — (i) সকাম কর্ম (2) নিষ্কাম কর্ম। ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত যে কর্ম তাই হল সকাম কর্ম। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ঈর্ষা প্রভৃতির বশবর্তী হয়ে যে কর্ম করা হয় সেই সব কর্ম হল সকাম কর্ম। সকাম কর্মের ফলে সংসারের বন্ধন আরো দৃঢ় হয় এবং মোক্ষ বা নির্বাণের পথ থেকে আমরা দূরে সরে আসি।

অপর পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম। লোভ, মোহ, ঈর্ষা প্রভৃতি দোষমুক্ত হয়ে যদি আমরা কর্ম করি তাহলে সেই কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলা হবে। নিষ্কাম কর্মের ফলে কোন সুখ দুঃখের উৎপত্তি হয় না। নতুন কর্ম বন্ধনের সৃষ্টি হয় না, ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই জীব পরিণামে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করতে পারে এবং দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পায়। গীতায়

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'কর্মযোগ', 'কর্ম' ও 'যোগ' এই দুটি শব্দ দিয়ে কর্মযোগ শব্দটি গঠিত। আক্ষরিক অর্থে 'কর্ম' শব্দটি 'একটি কাজ' কে বোঝায় এবং গীতায় এই অর্থেই 'কর্ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে (৩/৫) বলা হয়েছে —

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হি অবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ ॥'

অর্থাৎ "কর্ম না করে কেউই ক্ষণকাল থাকতে পারে না। অস্বতন্ত্র হয়ে সকলেই মায়াজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়।" "কর্ম" শব্দের দ্বারা অনেক সময় আবার বৈদিক বর্ণাশ্রম নির্দিষ্ট কর্ম ও যাগাদি কর্মকেও বোঝায়।

ভগবৎ গীতায় কর্ম সম্পর্কীত আলোচনা এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। পূর্বে কর্ম বলতে কেবল জাগতিক বিষয় লাভের আশায় সম্পাদিত কর্মকেই অর্থাৎ সকাম কর্মকেই বোঝানো হত। কিন্তু গীতাতে এই জাতীয় কর্মের নিন্দা করা হয়েছে কেননা এই জাতীয় কর্ম বৃহত্তর ও মহত্তর কোন কিছু লাভের পরিপন্থী। তাই সেখানে নিষ্কাম কর্মেরই জয়গান করা হয়েছে। গীতাতে ফলের আশায় বা আসক্তি বোধে সম্পাদিত কর্ম পরিত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নিষ্কাম কর্ম ব্যক্তিকে বন্ধনে আবদ্ধ করে না। নির্মোহ ও নিরাসক্ত কর্মই প্রকৃত পক্ষে পালনীয়।

নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের পূর্ব শর্ত হল কর্মকর্তা একদিকে যেমন কর্মের ফল সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন, তেমনি তাকে সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতাতেও অবিচল থাকতে হবে। বহুজনের কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তাকেই তার অন্যতম প্রধান চিন্তা হিসাবে গণ্য করতে হবে। মন থেকে অমঙ্গল ও অনুচিত কামনা বাসনা দূর করতে হবে। এইরকম মোহমুক্ত মনই কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের পক্ষে উপযুক্ত। কাজেই কর্মের ভালমন্দ কর্মের বাহ্যিক ফলাফলের উপর নির্ভর করে না, বরং তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের উপরেই নির্ভরশীল।

ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার বার বলেছেন — কর্ম ফললাভের উপায় নয়। কর্মই লক্ষ্য। কর্ম করার আগে বা কর্ম করার সময় কর্মফলের চিন্তা করলে চলবে না। এই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গ অস্তু অকর্মণি।।"

অর্থাৎ, "কর্মেই তোমার অধিকার। ফলের আশা কখনো করবে না। অতএব কর্ম কর। কিন্তু কর্মফলে যেন কখনো তোমার আসক্তি না হয়, আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়"।

এই ভগবত গীতাতে সমত্ব বুদ্ধিতে কর্ম সম্পাদনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম সম্পাদনই 'যোগ' পদবাচ্য। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা

পরিত্যাগ করে, কর্মজনিত সুখরূপ সিদ্ধি ও দুঃখরূপ অসিদ্ধি, লাভ-অলাভে, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমত্বভাব অবলম্বন করে, সমত্ব বা নির্বিকার চিত্তে কর্ম সম্পাদনই হল যোগ। ভগবত গীতায় বলা হয়েছে — কর্মফলে আসক্তি বর্জন করে, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করার কৌশলই হল যোগ। ('যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' — ভগবত গীতা ২/৫০)

নিষ্কাম কর্ম কামনাশূন্য হলেও উদ্দেশ্যহীন নয়। নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য ভগবানের প্রীতি রক্ষা। নিষ্কাম কর্ম ভগবানেরই কর্ম। এই জন্য নিষ্কাম কর্মযোগী তার সমস্ত কর্মফল জগতের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণকে সমর্পন করেন, যা আসলে ভগবানেরই অর্চনা, প্রকারান্তরে বিশ্ববাসীর সেবা।

তাহলে কামনাশূন্যভাবে কর্ম সম্পাদন সম্ভব। গীতায় দুই প্রকার বুদ্ধির উল্লেখ আছে। — (১) কামনাত্মিকা এবং (২) ব্যবসায়াত্মিকা। কামনাত্মিকা বুদ্ধি নিম্ন অভিমুখী। এই প্রকার বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত কর্ম কামনার অনুবর্তী হয়। এই প্রকার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয় না। প্রকারান্তরে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ঊর্ধ্ব অভিমুখী। এই প্রকার বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগযুক্ত হয়ে ঈশ্বরে নিজ বুদ্ধি সমর্পন করেন। এই প্রকার ব্যক্তির নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে না। সকল কর্মকেই তিনি ঈশ্বরের কর্ম বলে মনে করেন। এই প্রকার ব্যক্তিকেই গীতায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হয়েছে। (যিনি দুঃখে

উদ্বেগ শূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং রাগ, অনুরাগ ও ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।] ২.৫

[গীতার নিষ্কাম কর্মের মূলকথা হল — সকাম কর্মে জগতে হিতসাধন হয় না। সকাম কর্ম কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ সাধন করে। কিন্তু মানুষের কর্মকে এমন হতে হবে যাতে তা সকল মানুষের হিত সাধন করতে পারে। সবার হিতের জন্য কর্ম করতে হলে তাই ফলাকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করতে হবে। কর্মফলের কামনা পরিত্যাগ করে কেবল কর্তব্য সাধনের জন্য যে কর্ম তাই প্রকৃত সৎকর্ম।]

আদর্শগতভাবে নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে। গীতাতেও নিষ্কাম কর্ম মার্গকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এই জাতীয় কর্মে কর্তৃত্বের অভিমান থাকে না এবং ফলের অভিসন্ধি থাকে না। ফলত: এই জাতীয় কর্ম সম্পাদনে এক ধরনের শান্তি লাভ করা যায়। সাধারণ কর্ম আমাদের বন্ধনে আবদ্ধ করে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম বন্ধনে তো বাঁধেই না পরন্তু তা মুক্তি পথের পাথেয়।

নিষ্কাম কর্মের এরূপ ভাবনার সঙ্গে জার্মান দার্শনিক কান্টের বক্তব্যের কিছু মিল পাওয়া যায়। কান্ট কর্তব্যকে কেবল কর্তব্য বলে পালন করার কথা বলেছেন। বৈদিক নীতি অনুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন করতে হবে। যা কোন ফল লাভের জন্য নয়। অথচ এই কর্ম সম্পাদন না করলে পাপ বা দুঃখ ভোগ করতে হবে। যখন নিষ্কাম কর্মে চিত্ত শুদ্ধি ঘটে তখন জীব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের

দ্বারা মোক্ষ লাভ করে। ফলে তখন কর্মেরও কোন আবশ্যিকতা থাকে না।

[নিষ্কাম কর্মকে মুক্তি 'আরাদুপকারক কারক' বলে গন্য করতে হয়। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে না হলেও পরম্পরাভাবে মুক্তির কারন হয়ে থাকে। কেননা নিষ্কাম কর্ম আত্ম তত্ত্ব জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে পাপ তা ধ্বংস সাধন করে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন করে। পরম্পরাভাবে মুক্তির উপযোগী হয়। তাই নিষ্কাম কর্ম সাক্ষাৎ কারন না হয়েও 'আরাদুপকারক কারক' কারন হয়ে থাকে। কেননা মুক্তির সাক্ষাৎ কারন হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান।]

—·—

[(না). এর জন্য]